# পানি পরিক্রমা

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মুখপত্র

সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০২৪


## পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে উপদেষ্টার মতবিনিময় সভা

*পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন পানি সম্পদ উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান*

***পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক ঃ***

সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান ৮ আগস্ট, ২০২৪ তারিখে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উপদেষ্টা হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। তিনি ৯ আগস্ট, ২০২৪ তারিখে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের এবং ১৬ আগস্ট, ২০২৪ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

দায়িত্ব গ্রহণের পর ১৮ আগস্ট, ২০২৪ তারিখ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেছেন, জাতীয় ঐতিহ্যবাহী বিল ও নদীসমূহের অবৈধ দখল রোধে জরুরি ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে, এর অংশ হিসেবে আড়িয়াল, চলন, বেলাই ও বসিলা বিলের অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হবে। তিনি বলেন, এলক্ষ্যে গৃহায়ণ ও গণপূর্ত উপদেষ্টাসহ আগামী সপ্তাহে আড়িয়াল বিল পরিদর্শন করা হবে। হাওর ও বিল সংরক্ষণে গুরুত্ব দিয়ে কাজ করতে কর্মকর্তাদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, ফসলের ক্ষতি কমাতে হাওর এলাকায় যথাসময়ে বাঁধ মেরামত করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

বাংলাদেশ সচিবালয়ে পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন দপ্তর ও সংস্থাসমূহের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তৃতাকালে পানি সম্পদ উপদেষ্টা এসব কথা বলেন।

পানি সম্পদ উপদেষ্টা বলেন, মানুষের পানির অধিকার নিশ্চিত করতে নদী দূষণ নিয়ন্ত্রণে কাজ করতে হবে। বড়াল, পিয়াইন, ডাউকি, সোমেশ্বরী, বালু, বুড়িগঙ্গা, মগড়া এবং করতোয়াসহ সংকটাপন্ন নদীর তালিকা প্রস্তুত করে সেখান থেকে ক্ষতিকর স্থাপনা সরিয়ে দিতে হবে। নদীর বালু এবং পাথর উত্তোলনকে নিয়ন্ত্রিত বা নিষিদ্ধ করতে প্রয়োজনীয় সুপারিশমালা তৈরি করতে হবে। নদী ভাঙন রোধে প্রচেষ্টা জোরদার করতে হবে এবং ভাঙন কবলিত লোকদের খাস জমিতে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে। তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক নদীগুলোতে দেশের মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে কাজ করা হবে।
পানি সম্পদ উপদেষ্টা বলেন, মানুষের সাথে আলোচনা করে কম ব্যয়ের অত্যাবশ্যক প্রকল্প গ্রহণ পূর্বক বাস্তবায়ন করতে হবে। কোনও উন্নয়ন প্রকল্পের কারণে নদী যেনো মারা না যায় সেটি নিশ্চিত করতে হবে। ১৯৯৯ সালের জাতীয় পানি নীতিমালা বাতিল করে যুগোপযোগী পানি নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে, যেখানে জনমতের প্রতিফলন ঘটাতে হবে। নদীকে জীবন্ত সত্ত্বা বিবেচনা করে নদী রক্ষা কমিশন এবং সংশ্লিষ্ট সংগঠনের সাথে আলোচনা করে নদীর প্রকৃত সংখ্যা নির্ধারণ করতে হবে। সেখানে নদীর আঞ্চলিক ও স্থানীয় নামেরও স্বীকৃতি দিতে হবে, যাতে কোন নদী শাখা নদী বা উপনদী বিবেচনায় হারিয়ে না যায়।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব নাজমুল আহসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক মুহাম্মদ আমিরুল হক ভূঞা, বোর্ডের অতিরিক্ত মহাপরিচালকগণসহ অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ এবং মন্ত্রণালয়ের অধীন দপ্তর সমূহের প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন।

# আড়িয়াল বিল পরিদর্শন করেন পানি সম্পদ উপদেষ্টা

*আড়িয়াল বিল পরিদর্শন করেন পানি সম্পদ উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান*

*পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক ঃ*

৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখ আড়িয়াল বিল দখলমুক্ত করার জন্য কঠোর ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দিয়েছেন পানি সম্পদ উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান। তিনি বলেন, আবাসনের নামে যে জমি দখল হয়েছে তা উদ্ধার করতে হবে। ড্রেজার দিয়ে মাটি উত্তোলন বন্ধ করতে তিনি জেলা প্রশাসককে নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, আড়িয়াল বিলে কোনো ভূমিদস্যু ঢুকতে পারবে না এবং পুকুর ভরাট বন্ধ করতে হবে। বিলের খালগুলো সংস্কার ও পুনঃখনন এবং অবৈধ ইটভাটা ভেঙ্গে ফেলারও নির্দেশ দেন তিনি।

*মতবিনিময় সভায় বক্তব্য প্রদান করেন পানি সম্পদ উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান*

আড়িয়াল বিল পরিদর্শনে যান পানি সম্পদ ও পরিবেশ এবং গৃহায়ণ ও গণপূর্ত উপদেষ্টাদ্বয়। সেখানে সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু এবং পানি সম্পদ উপদেষ্টা এসব কথা বলেন।

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু এবং পানি সম্পদ উপদেষ্টা বলেন, যারা রাজনৈতিক ক্ষমতা ব্যবহার করে বিল দখল করেছিল তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। শ্রীনগর, সিরাজদিখান, দোহার ও নবাবগঞ্জের চারটি উপজেলার মধ্যে দিয়ে বয়ে যাওয়া এই বিলটি দখলমুক্ত করে সংরক্ষণে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হবে।

গৃহায়ণ ও গণপূর্ত উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খানও দখলদারদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলেন। তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, বিলের জমিতে কোনো আবাসন গড়ে উঠতে দেওয়া হবে না এবং অবৈধ ভূমিদস্যুদের হাত থেকে বিলকে রক্ষা করতে হবে। এর আগে সকালে শ্রীনগর উপজেলা পরিষদে আড়িয়াল বিল সম্পর্কিত উপস্থাপনা ও ব্রিফিংয়ে অংশ নিয়ে সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্তাব্যক্তি ও স্থানীয় বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের কথা শোনেন সরকারের এই দুই উপদেষ্টা।

মতবিনিময় সভার পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব নাজমুল আহসান, পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, ড. আবদুল হামিদ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক প্রকৌশলী মুহাম্মদ আমিরুল হক ভূঞা, জলাভূমি ও হাওর উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক, মুন্সিগঞ্জের জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপারসহ বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি সংস্থা, সুশীল সমাজ ও শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

# দুর্দশাগ্রস্থ মানুষের কষ্ট লাঘবের আশ্বাস দিয়েছেন পানি সম্পদ উপদেষ্টা

*নোয়াখালীতে বন্যা উপদ্রুত এলাকা পরিদর্শন করেন পানি সম্পদ উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান*

***পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক ঃ***

নোয়াখালীতে ভয়াবহ বন্যায় অধিকাংশ এলাকা পানিতে ডুবে আছে। এলাকার বিভিন্ন মানুষ দুর্ভোগে পানিবন্দি হয়ে পড়ে। ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখ এই সংকটময় পরিস্থিতিতে নোয়াখালীর উপকূল এলাকায় পরিদর্শনে আসেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান। পরিদর্শনকালে তিনি বিভিন্ন এলাকা ঘুরে ক্ষতিগ্রস্থ মানুষের সঙ্গে কথা বলেন এবং নোয়াখালী জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এলাকার পানি কেন সরছে না, কমানোর উপায় কি, নদী ভাঙ্গন রোধে করণীয় কি এসব বিষয়ে গণশুনানী করে পরামর্শ নিয়েছেন সাধারণ মানুষের কাছ থেকে।

স্থানীয় লোকজন অভিযোগ করেন এ জেলা জুড়ে একসময় প্রচুর খাল ছিল যা ছিল পানি ধারণের প্রাচীন উপায়। খালগুলো দিয়ে সেই বৃষ্টির পানি নদী হয়ে সমুদ্রে চলে যেত। কিন্তু দশকের পর দশক ধরে খালগুলো ভরাট করে বাড়িঘর দোকান পাট তোলা হয়েছে। কোথাও কোথাও খাল ভরাট করে রাস্তা তৈরি করা হয়েছে। খালের দুই দিক আটকে বানানো হয়েছে মাছের খামার। নানা শ্রেণী পেশার মানুষ এভাবে একে একে তুলে ধরেন বিভিন্ন সমস্যা ও অভিযোগ। সংশ্লিষ্ট সকলের কথা শুনে উপদেষ্টা রিজওয়ানা হাসান বলেন, নদী ভাঙ্গন রোধে দ্রুত কার্যক্রম শুরু করা হবে। ধানি জমি সুরক্ষায় উদ্যোগ নেয়া হবে এবং বন্যা দুর্গতদের দুর্ভোগ লাঘবে কাজ শুরু করা হবে। ক্ষতিগ্রস্থ কৃষক ও খামারিদের সহায়তার ব্যবস্থাও করা হচ্ছে। তিনি আরো বলেন ভাঙ্গন ও নোনা পানি ঠেকাতে জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে স্থানীয়দের মতামত নিয়ে তা বাস্তবায়ন করা হবে। তিনি বলেন সারাদেশে নদী থেকে বালু উত্তোলন দস্যুতায় পরিণত হয়েছে, বালু উত্তোলনকারীদের নিবৃত করে সরকারিভাবে নদী ড্রেজিং করে নদীর নাব্যতা ফিরিয়ে আনতে হবে। সরকারিভাবে নদী ড্রেজিং করার বিষয়টি ভাবা হচ্ছে।

এখানে নোনা পানির আগ্রাসন ঠেকাতে মুছাপুরে রেগুলেটর লাগবে উল্লেখ করে পানি সম্পদ উপদেষ্টা বলেন, এটার নির্মাণ প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। দ্রুততম সময়ের মধ্যে নির্মাণ করা হবে।

পরিদর্শনকালে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব নাজমুল আহসান, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক মুহাম্মদ আমিরুল হক ভূঞা, কুমিল্লা জোনের প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আবু তাহের, নোয়াখালী জেলা প্রশাসক খন্দকার ইসতিয়াক আহমেদ, নোয়াখালী পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী মুন্সী আমির ফয়সালসহ বিভিন্ন পর্যায়ের পানি উন্নয়ন বোর্ড ও প্রশাসনের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণ।

# ঢাকার নদী ও খালগুলোকে বাঁচাতে হলে সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে

- উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান

'Blue Network Around Dhaka City ' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন *পানি সম্পদ উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান*

*পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক ঃ*

পানি সম্পদ এবং পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেছেন, আমরা যদি ঢাকার খাল ও নদী নিয়ে না ভাবি তাহলে ঢাকাকে বাঁচাতে পারবো না। ঢাকার নদী ও খালগুলোকে বাঁচাতে হলে সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। ঢাকার প্রত্যেকটা খালের বাস্তব চিত্র খুঁজে বের করতে হবে। ঢাকার নদী ও খালগুলোকে রক্ষা করতে আমাদের তাৎক্ষণিক, মধ্যমেয়াদী ও ৩ বছরের রোডম্যাপ এবং সমন্বিত এ্যাকশন প্ল্যান তৈরী করতে হবে।

উপদেষ্টা রিজওয়ানা হাসান ০৯ অক্টোবর, ২০২৪ ঢাকায় পানি ভবনে 'Blue Network Around Dhaka City' শীর্ষক এক সেমিনারে সভাপতির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন। উপদেষ্টা রিজওয়ানা হাসান প্রাথমিকভাবে ঢাকার গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি খাল দূষণমুক্ত করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, ঢাকার বর্তমান প্রজন্ম কোনো পরিষ্কার খাল দেখেনি। তিনি তাঁর বক্তব্যে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়, রাজউক, সিটি কর্পোরেশনসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে যুক্ত করে দ্রুত ঢাকার খাল ও নদী দূষণ এবং দখলমুক্ত করার কর্মসূচি গ্রহণ করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। এছাড়া তিনি ঢাকার খালগুলো দূষণ এবং দখলমুক্ত করার প্রকল্প বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্টদের ব্যয় সাশ্রয়ী হওয়ার তাগিদ দেন।

অনুষ্ঠানে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা এ.এফ হাসান আরিফ এবং শিল্প ও গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান সম্মানিত অতিথি হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য রাখেন। অন্যান্যের মধ্যে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব নাজমুল আহসান এবং পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক মুহাম্মদ আমিরুল হক ভূঞা বক্তব্য রাখেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে পানি উন্নয়ন বোর্ডের কেন্দ্রীয় অঞ্চলের প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আসাদুজ্জামান ঢাকার চারপাশের নদী ও খালগুলোর বর্তমান অবস্থা, ঢাকার খালগুলোর পানি নিষ্কাশন এবং Blue Network Around Dhaka City এর ওপর পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপন করেন। অনুষ্ঠানে মন্ত্রণালয় এবং পানি উন্নয়ন বোর্ডের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন এবং ঢাকার নদী ও খালগুলো বাঁচাতে বিভিন্ন পরামর্শ উপস্থাপন করেন।

# বাংলাদেশে পানি ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণে চীন সহায়তা বাড়াবে

- পানি সম্পদ উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান

*পানি সম্পদ উপদেষ্টার দপ্তরে চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন ও পানি সম্পদ উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান এবং অন্যান্যরা*

***পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক ঃ***

বাংলাদেশে পানি ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণে চীন সহায়তা বাড়াবে বলে জানিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের পানি সম্পদ এবং পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান।

সেই সঙ্গে বন্যার সময় পানি সম্পর্কিত তথ্য ভাগাভাগির প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তারা। দুই দেশের মধ্যে প্রযুক্তিগত সহযোগিতা ও প্রশিক্ষণ বাড়ানোরও প্রস্তাব দিয়েছে চীন।

১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন ও পরিবেশ উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসানের মধ্যে বাংলাদেশ সচিবালয়ে সৌজন্য সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে দুই দেশের মধ্যে পানি ব্যবস্থাপনা ও পরিবেশ সুরক্ষায় সহযোগিতা বাড়ানোর বিষয়ে আলোচনা হয়।

সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান জানান, পানি ব্যবস্থাপনায় সহযোগিতা বাড়াতে যৌথ কমিটি গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে। এর মাধ্যমে নদী ব্যবস্থাপনা, বন্যা প্রতিরোধ ও অবকাঠামো প্রকল্পে একসঙ্গে কাজ করা যাবে। তিনি বলেন, পরিবেশ সুরক্ষা ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় চীনের মতো বন্ধুরাষ্ট্রের সহযোগিতা জরুরি।

বৈঠকে চীনের রাষ্ট্রদূত বলেন, চীন বাংলাদেশের প্রকৃত বন্ধু এবং এই সম্পর্ক আরও শক্তিশালি হবে। তিনি নদী দূষণ নিয়ন্ত্রণ, সৌর শক্তি, বৈদ্যুতিক যানবাহন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও স্মার্ট পানি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সঙ্গে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করেন।

বৈঠকে পরিবেশ ও পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিবদ্বয়, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক এবং চীনা দূতাবাসের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকটি উভয় দেশের মধ্যে ভবিষ্যতে সহযোগিতা বৃদ্ধির আশা নিয়ে শেষ হয়।

# পানি সম্পদ সচিব ভবদহ এলাকা পরিদর্শন করেন

*পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব নাজমুল আহসান ভবদহ এলাকা পরিদর্শন করেন*

***পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক ঃ***

১০ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখ যশোর জেলার ভবদহ ও তৎসংলগ্ন বিল এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসনকল্পে সরেজমিনে চলমান কার্যক্রম পরিদর্শন করেন পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব নাজমুল আহসান এবং বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক প্রকৌশলী মুহাম্মদ আমিরুল হক ভূঞা।

পরিদর্শন শেষে উপকারভোগী ও সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে জেলা প্রশাসকের সভাকক্ষে এক মতবিনিময় সভায় অনুষ্ঠিত হয়। মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক, যশোর মোঃ আজাহারুল ইসলাম। এসময় খুলনা পানি উন্নয়ন সার্কেলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোঃ সবিবুর রহমান, নির্বাহী প্রকৌশলীসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ এবং বিভিন্ন ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া, গণমাধ্যম কর্মীরা এবং উপকারভোগীগণ উপস্থিত ছিলেন।

# উজানের দেশগুলোর কাছে বন্যা পূর্বাভাসের তথ্য চাইবে বাংলাদেশ

- পানি সম্পদ উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান

*এডিপি পর্যালোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন পানি সম্পদ উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান*

***পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক ঃ***

১ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেছেন, আকস্মিক ও বড় ধরনের বন্যায় যথাসময়ে পূর্বাভাস প্রদানের লক্ষ্যে চীন, ভারত, নেপাল ও ভুটানসহ উজানের দেশগুলোর কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সকল তথ্য চাওয়া হবে। এজন্য দেশগুলোর সাথে আলোচনা ও যোগাযোগ জোরদার করা হবে। জনগণকে যথাসময়ে সহজ ভাষায় বন্যার পূর্বাভাস দেয়ার প্রয়োজনীয় সকল উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে ।

রাজধানির পানি ভবনের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন দপ্তরসমূহের কর্মকান্ডের পর্যালোচনা সভায় সভাপতির বক্তব্যে পানি সম্পদ উপদেষ্টা এসব কথা বলেন।

পানি সম্পদ উপদেষ্টা বলেন, সাম্প্রতিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ ফেনী ও কুমিল্লায় গণশুনানি করা হবে। জনগণের মতামত নিয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ নিশ্চিত করতে সকল বাঁধা দূর করতে হবে।

উপদেষ্টা এসময় ফেনী নদীর মাছের ঘেরসহ সকল অবৈধ দখল উচ্ছেদে ব্যবস্থা নিতে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেন।

সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান আরও বলেন, হাওরে যাতে বাঁধ ভেঙে ফসলের ক্ষতি না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। হাওরে স্থাপনা নির্মাণের আগে পরিবেশ অধিদপ্তর এবং হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের ছাড়পত্র নিতে হবে। গঙ্গা-কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্পের সকল পাম্প চালু করার উদ্যোগ নিতে হবে। এছাড়া, এ অঞ্চলে ভূ-গর্ভস্থ' পানি উত্তোলন বন্ধ করতে হবে।

সভায় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব নাজমুল আহসান, পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক মুহাম্মদ আমিরুল হক ভুঞা, মন্ত্রণালয়ের অধীন দপ্তরসমূহের প্রধানগণ এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় যৌথ নদী কমিশনের কার্যক্রম, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বন্যা নিয়ন্ত্রণ পূর্বাভাস ব্যবস্থা, হাওর এলাকায় কার্যক্রম এবং গঙ্গা-কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। উপদেষ্টা এসব প্রকল্পের সঠিক বাস্তবায়নের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

# রংপুর ও লালমনিরহাটে তিস্তা নদীর ভাঙ্গন কবলিত স্থান পরিদর্শন

*বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক মুহাম্মদ আমিরুল হক ভূঞা রংপুর ও লালমনিরহাটে তিস্তা নদীর ভাঙ্গন কবলিত স্থান পরিদর্শন করেন*

***পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক ঃ***

৩ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখ রংপুর ও লালমনিরহাট জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত তিস্তা নদীর বিভিন্ন ভাঙ্গন কবলিত স্থান পরিদর্শন করেন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক প্রকৌশলী মুহাম্মদ আমিরুল হক ভূঞা। এ সময় তিনি ভাঙ্গন কবলিত এলাকার জনগণের সাথে কথা বলেন, তিনি তাঁদেরকে জানান অতি দ্রুত নদী ভাঙনরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।

পরিদর্শনকালে প্রধান প্রকৌশলী, উত্তরাঞ্চল মোঃ মাহবুবর রহমান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রংপুর পানি উন্নয়ন সার্কেল-১ মোঃ আহসান হাবীব, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রংপুর পানি উন্নয়ন সার্কেল-০২ মোঃ মিজানুর রহমান, নির্বাহী প্রকৌশলী, রংপুর পানি উন্নয়ন বিভাগ মোঃ রবিউল ইসলাম, নির্বাহী প্রকৌশলী, লালমনিরহাট পানি উন্নয়ন বিভাগ শুনীল কুমারসহ মাঠ পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন ।

# প্রশাসনিক কর্মকর্তা সমিতি পুনর্গঠনের লক্ষ্যে বিশেষ সভা

*প্রশাসনিক কর্মকর্তা সমিতির সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক এবং অন্যান্য সদস্যবৃন্দ*

***পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক ঃ***

১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ পরিচালক (বোর্ড) বাপাউবো, ওবায়দুল ইসলাম এঁর সভাপতিত্বে তাঁর দপ্তরকক্ষে প্রশাসনিক শ্রেণিগুচ্ছের সকলস্তরের কর্মকর্তাগণের উপস্থিতিতে প্রশাসনিক কর্মকর্তা সমিতি পুনর্গঠনের লক্ষ্যে বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সর্বসম্মতিক্রমে মোস্তফা খান, পরিচালক, জনসংযোগ পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকাকে সভাপতি এবং মোঃ গোলাম ফারুক, উপপরিচালক, কর্মচারী পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকাকে সাধারণ সম্পাদক করে ৩১ সদস্য বিশিষ্ট প্রশাসনিক কর্মকর্তা সমিতির নতুন কমিটি গঠন করা হয়।

# পানিসম্পদ উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান এর খাল পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি উদ্বোধন

*পানি সম্পদ উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান ঢাকায় রামপুরা জিরানী খাল পরিচ্ছন্নকরণ অভিযান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন*

***পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক ঃ***

পানি সম্পদ এবং পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেছেন, এখনকার প্রজন্ম পরিষ্কার নদী দেখে নাই, পরিষ্কার খাল দেখে নাই। আমরা নদীর জন্য মন খারাপ করি, কারণ আমরা ছোটবেলায় পরিষ্কার নদী দেখেছি। এখনকার প্রজন্মকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, আপনারা কোনদিন পরিষ্কার নদী দেখেননি, নদী পরিষ্কার হলে এটা কেমন হয়, মানুষের কত কাজে লাগে এটা আপনারা জানেন না। উপদেষ্টা রিজওয়ানা হাসান বলেন, আজকে আপনাদের হাত দিয়ে যে খালটা পরিষ্কার হবে, এই খালটা যেন আগামীতেও পরিষ্কার থাকে। আগামী দিনের নেতা হিসেবে এ দায়িত্বটা কিন্তু আপনাদেরকে নিতে হবে।

উপদেষ্টা ০১ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখ ঢাকায় রামপুরা জিরানী খাল পরিচ্ছন্নকরণ অভিযান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

উপদেষ্টা আরও বলেন, আজকে সারাদেশে ৬৪ জেলায় নির্বাচিত ৬৪ টি খাল/ জলাশয় পরিচ্ছন্নকরণ অভিযানের ধারণাটি এসেছে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় থেকে এবং এটাই হচ্ছে যুবকদের শক্তি। তিনি বলেন আজকে এই খাল পরিচ্ছন্নকরণ অভিযানে অংশ নিয়েছে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, পানি উন্নয়ন বোর্ড, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন।

ঢাকায় রামপুরা ত্রিমোহিনী ঈদগাহ মাঠে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় ও যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আয়োজনে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে ১ লা নভেম্বর জাতীয় যুব দিবস ২০২৪ উদযাপন উপলক্ষ্যে সারাদেশে ৬৪ জেলায় নির্বাচিত ৬৪ টি খাল/ জলাশয় পরিচ্ছন্নকরণ অভিযানের অংশ হিসেবে যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া রামপুরা-জিরানী খাল পরিচ্ছন্নকরণ অভিযানের শুভ উদ্বোধন করেন এবং এর মধ্য দিয়ে সারাদেশে একযোগে ৬৪ জেলায় ৬৪ টি চিহ্নিত খাল/জলাশয় পরিচ্ছন্নকরণের কার্যক্রম শুরু হয়।

সবশেষে প্রধান অতিথি রিজওয়ানা হাসান যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়কে ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর বক্তব্যে বলেন, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সাথে পার্টনারশিপে এ কাজটি করছে। এটার পুরোটা কাজ জাতীয় দায়িত্ব মনে করে আপনারা যারা স্বেচ্ছাসেবীরা আছেন, যুব সম্প্রদায়ের যারা আছেন, কাজটি করবেন।

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ রেজাউল মাকছুদ জাহিদী'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান। অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন পানি সম্পদ সচিব নাজমুল আহসান। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক প্রকৌশলী মুহাম্মদ আমিরুল হক ভূঞা, অতিরিক্ত মহাপরিচালক পরিকল্পনা, নকশা ও গবেষণা মোঃ জহিরুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় অঞ্চলের প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আসাদুজ্জামান, ঢাকা পানি উন্নয়ন সার্কেল-১ এর তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী দেওয়ান আইনুল হক, ঢাকা পানি উন্নয়ন সার্কেল-২ এর তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোঃ কোহিনুর আলমসহ বোর্ডের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

**জনসংযোগ পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত**

সম্পাদক : মোস্তফা খান, পরিচালক, জনসংযোগ পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা।
নির্বাহী সম্পাদক : মোঃ আবদুল ছলিম, উপ-পরিচালক, জনসংযোগ পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা।
সহকারী সম্পাদক : তাবিবুর রহমান বিপু, সহকারী পরিচালক, জনসংযোগ পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা।
ইমেইল : dir.publicity@gmail.com, ওয়েবসাইট- www.bwdb.gov.bd